অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ	০১	০১	--	--	--	০১	৫০%	০১	-১৩%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **০১** টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

এ প্রকল্পটি চট্টগ্রাম,মংলা আইসিডি, কমলাপুর ও বেনাপোল কাস্টম হাউজের জন্য চীন সরকারের অনুদানে চীন হতে অত্যাধুনিক কন্টেইনার ও স্ক্যানার সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র: নং	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
১.	সরকারের সাথে চীন সরকারের চুক্তি সম্পাদনের পর স্ক্যানার সমূহ আনয়নের ক্ষেত্রে সিডি ভ্যাট এর ব্যয় সংযুক্ত না থাকায় সিডি ভ্যাটের অর্থ সংস্থান প্রক্রিয়াকরণের কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়েছে;	ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে এসকল ব্যয়ের খাত অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন;
২.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবলের অভাব;	প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতার সাথে করার জন্য দেশে প্রয়োজনে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও স্থায়ী জনবল গড়ে তুলতে হবে;
৩.	যেহেতু স্ক্যানারগুলো অতিমাত্রায় সংবেদশীল এবং রেডিয়েশন নির্গত হয় কিন্তু এসকল স্ক্যানার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান নেই এবং স্ক্যানারগুলি পরিচালনাকারী জনবলের রেডিয়েশন প্রতিরোধক পোষাক ও	প্রকল্পে অর্জিত স্ক্যানারগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং এ কাজের নিয়োজিত জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় রেডিয়েশন প্রতিরোধকারী পোষাক ও কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা

ক্র: নং	সমস্যা	সুপারিশ
	রেডিয়েশন নির্গত এলাকার বাইরে থেকে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেই;	প্রয়োজন;
৪.	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

"চট্টগ্রাম, মংলা আইসিডি কমলাপুর ও বেনাপোল কাস্টম হাউজের জন্য কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃজুন ২০১৭)

০১। প্রকল্প নাম : "চট্টগ্রাম, মংলা আইসিডি কমলাপুর ও বেনাপোল কাস্টম হাউজের জন্য কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্প।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

০৪। প্রকল্পের এলাকা : চট্টগ্রাম, বাগেরহাটের মংলা, ঢাকার আইসিডি কমলাপুর এবং যশোরের বেনাপোল।

০৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : চীন সরকারের অনুদান এবং জিওবি

০৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত সময়ের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৭৪৬.৩৭ (অনুদান ৯৩৬০, জিওবি ২৩৮৬)	১১৭৪৬.৩৭ (অনুদান ৯৩৬০ জিওবি ২৩৮৬)	১০১৫৩.০০	১১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৬	১১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭	১১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭	-১৩%	৫০%

০৭। অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ সংযুক্ত –'ক'

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প পরিদর্শন ও PCR পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৯। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের দ্রুত খালাস নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে স্ক্যানার এর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে ও বিমান বন্দরের রপ্তানি কার্গো এলাকায় এ Container Scanner ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেনাপোল কাস্টম হাউজ, আইসিডি কমলাপুর ও মংলা কাস্টম হাউজে এ জাতীয় স্ক্যানার নেই। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে বন্দরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং মংলা, বেনাপোল ও কমলাপুর আইসিডিতে কন্টেইনার স্ক্যানিং সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য চীনের অনুদানে এ বিষয়ক একটি পিডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২২/০১/২০১৪ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ❖ ঘোষিত/অঘোষিত দ্রব্য/ মালামাল চেক করার জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে কন্টেইনার স্ক্যানিং সিস্টেম প্রবর্তন;
- ❖ কন্টেইনার ডিসপোজাল সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ❖ বৈধ ব্যবসায়ে সহায়তা এবং অবৈধ মালামালের চলাচল প্রতিরোধ;
- ❖ জনশক্তি ফলপ্রসু দক্ষতাপূর্ণ প্রয়োগ;
- ❖ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন;
- ❖ জাতিসংঘ, আর্ন্তজাতিক ও যুক্তরাষ্ট্রের পোর্ট সিকিউরিটি বিভিন্ন ধারা/ কোড প্রতিপালন;
- ❖ সরকারের কাস্টমস,রেভিনিউ বৃদ্ধি;
- ❖ বাণিজ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ ও ব্যয় হ্রাস।

৯.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : চট্টগ্রাম, মংলা আইসিডি কমলাপুর এবং বেনাপোল কাস্টম হাউজের জন্য ৪টি কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয় এবং স্থাপন।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ **১১/০১/২০১৬ তারিখ প্রকল্পের মূল ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক** অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ০৭.০৮.২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রকল্পটি ১১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৬ পর্যন্ত ১১৭৪৬.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্বলিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে ১ম সংশোধনী ২৮/১২/২০১৬ তারিখে ১১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য(১ম সংশোধিত)

অর্থবছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রক্ষেপিত বরাদ্দের পরিমাণ	সর্বশেষ ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী প্রক্ষেপিত বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকৃত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৫-১৬	১৪৯.৮৬	২০০.০০	২০০.০০	-
২০১৬-১৭	০.০০	১১৭৪.৬০	২৩৮৬.০০	১০১৫৩.০০

১২। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
				যোগদানের তারিখ	অব্যহতির তারিখ
০১.	হোসাইন আহমেদ, অতিরিক্ত কমিশনার	-	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৬/১১/২০১৬	৩০-০৬-২০১৭

১৩। প্রকল্প পরিদর্শনঃ সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি চীন সরকারের আর্থিক অনুদানে এবং সিডি ভ্যাটসহ বৈদ্যুতিক ও সিভিল কাজের অংশে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন হয়েছে। চীন সরকার কর্তৃক প্রকল্পের অধীন ০৪টি মুভিং স্ক্যানার ইআরডির মাধ্যমে সরাসরি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকরত যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সম্পনান্তে বাংলাদেশ সরকার তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে স্থাপিত স্ক্যানারটি এবং আইসিডি কমলাপুরে স্থাপিত স্ক্যানারটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় মোভিং স্ক্যানার ২টি প্রচলিত স্ক্যানারের তুলনায় ভিন্ন। প্রচলিত স্ক্যানারসমূহে কন্টেইনার সমূহ প্রবেশ করানো হয় কিন্তু এ স্ক্যানারগুলি একটি ট্রাক/ যানের উপরে স্থাপিত। উক্ত যানটি কন্টেইনারসহ ট্রাক স্থির থাকে স্ক্যানারের যানটি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুভ করে স্ক্যান কাজটি সম্পন্ন করে। ট্রাকের অভ্যন্তরে স্ক্যানারের চিত্রগুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রসেস করে স্ক্যানকৃত মালামালের বর্ণনা করে।

১৪। অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ এ প্রকল্পের মোট ৩টি অংগ, (ক) স্কানার সংগ্রহ (খ) সংশ্লিষ্ট বন্দর সমূহে সেড নির্মাণ ও (গ) বৈদ্যুতিক সংযোগ করণ। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,স্কানার সমূহ চীন সরকার অনুদান হিসেবে সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের নিকট সরবরাহ করেছে। সংল্লিষ্ট বন্দর সমুহ তাদের ডিপোজিট কাজ হিসেবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন কর্তৃক সেড নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক সংযোগ কাজ সম্পন্ন করেছে।

১৪.১ **পরামর্শক সেবাঃ** যেহেতু এধরণের স্ক্যানার বাংলাদেশে প্রথমবারের মত স্থাপন করা হচ্ছে বিধায় পরামর্শকের প্রয়োজন থাকলেও চীন সরকার স্ক্যানার সরবরাহের প্যাকেজের সাথে পরামর্শক সেবা দিয়ে স্ক্যানার সমূহ স্থাপনে সহযোগিতা করেছে বিধায় আলাদা ভাবে পরামর্শকসেবা গ্রহণের প্রয়েজন হয়নি।

১৪.২ **আনুসাঙ্গিক/বিবিধ ব্যয়:** অনুসাঙ্গিক বিবিধ ব্যয় বাবদ সিডি ভ্যাট ও সেড নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সংযোগ বাবদ ব্যয়ই প্রধান।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) এ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো নন ইন্সট্রুসীভ ইন্সটুমেন্ট (NII) ব্যবহার করে দ্রুত আমদানী পণ্য খালাশ করা; যথা মোবাইল, কন্টিনার ও স্ক্যানার;	ক) এ লক্ষ্যে ৪টি স্ক্যানার সংগ্রহ এবং যথাক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর, বেনাপোল বন্দর, মংলা বন্দর ও আইসিডি কমলাপুরে স্থাপন করা হয়েছে। স্ক্যানারগুলো ব্যবহারে উদ্দেশ্যে সেড নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ এবং নিরাপত্তা ফেন্সিং নির্মাণ করা হয়েছে (অর্জিত)
খ) (NII) এর মাধ্যমে পন্য পরীক্ষাকরে শুল্কায়ন ও শুল্ক সেবা বির্তকের/সন্দেহের শুল্ক সেবার উন্নতর ব্যবস্থাপনা এবং রাজশ্ব আয় বৃদ্ধি;	খ) কন্টেইনার মুভিং স্ক্যানার স্থাপিত হওয়ায় কন্টেইনার সমূহ না খুলেই স্ক্যান করে আমদানী পণ্যের পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের সাথে আমদানীকারঋের বির্তক ও পারস্পারিক সন্দেহ দূরকরা সম্ভব হচ্ছে এতে করে পণ্য পরীক্ষায় উন্নত ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি ও সঠিকভাবে শুল্কায়নের ফলে সরকারের রাজশ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে (অর্জিত হয়েছে)।
গ) মেনুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে কন্টিনার স্ক্যানার ব্যবস্থা চালু করে আমদানীকারক কর্তৃক ঘোষিত এবংঅঘোষিত পণ্যের পরীক্ষা করণ;	গ) মুভিং স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করণের ফলে যানের উপর রেখেই কন্টেইনার স্ক্যান করা সম্ভব হচ্ছে। সহজে স্ক্যানের ডাটা প্রসেসের ফলে সহজেই আমদানী কৃত পণ্যের ঘোষনার সাথে কন্টেইনারের রক্ষিত পণ্যের তুলনা করা সহজ হচ্ছে। অর্থাৎ কন্টেইনারে কোন অঘোষিত পণ্য রক্ষিত থাকলে তা সহজেই নির্ণয় পূর্বক সরেজমিনে পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে (অর্জিত)
ঘ) কন্টিনারে দ্রুত খালাস করণের সংখ্যা বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে বন্দর সমূহে কন্টিনারের জ্যাম হ্রাস করণ;	ঘ) এ ব্যবস্থার ফলে কন্টেইনার ওঠানোর ও নামানোর প্রয়োজন হয় না বিধায় দ্রুত পণ্য খালাস করা সম্ভাব হয়। এতে বন্দর সমুহে কন্টেইনারের জ্যাম হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। (অর্জিত)
ঙ) বৈধ ব্যবসায় সুবিধা প্রদান এবং অবৈধ পণ্যের চিহ্নিত করণ;	ঙ) যেহেতু সহজেই কন্টেইনার স্ক্যান করা সম্ভব হচ্ছে বিধায় একদিকে যেমন বৈধ আমদানীকারকদের সেবা প্রদান করা সহজ হচ্ছে। অপরদিকে অবৈধ এবং অঘোষিত পণ্যের আমদানীকারকদের পণ্য চিহ্নিত করণের মাধ্যমে অধিকতরও শুল্ক আদায় ও অন্যবিধ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ

পরিকল্পিত	অর্জিত
	করা সহজতর হয়েছে।
চ) নিয়োজিত জনবলের কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা	চ) পণ্য পরীক্ষা ও শুল্কায়নের সাথে জনবলের কর্ম দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কেননা মুভি স্ক্যানার দিয়ে স্কান করণের সাথে সাথে সয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তথ্য সমূহ প্রসেস হচ্ছে। যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়েছে।
ছ) ঝুকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাস্তবায়ন;	ছ) জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন প্রকার ঝুকি হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। (অর্জিত)
জ) জাতি সংঘ কর্তৃক ঘোষিত বন্দর নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ বাস্তবায়ন।	জ) অত্যাধুনিক সংয়ংকৃয় মোবাইল, স্ক্যানার স্থাপনের ফলে জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত নিম্নত্ত বিষয়গুলি নিশ্চিক করনের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভাব হয়েছে। (a) The UN International Ship and Port Security Cord (ISPS) (b) The US Maritine Transport Security act of 2002 (MTSA) (C) The US Container Security Initiative (CSI) (অর্জিত)

১৬। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারনঃ এ প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১৭। আইএমইডি'র মতামত /পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ মুভিং স্ক্যানারগুলো সঠিক অবস্থায় কার্যক্ষম আছে।

১৭.২ এ সব যন্ত্রদিয়ে পণ্য স্ক্যানকালে স্ক্যানার মেশিনের অভ্যন্তরে কর্মরত জনবলের রেডিএশনের প্রভাব মুক্ত কিন্তু যে সকল জনবল স্ক্যানার মেশিনের বাইরে অবস্থান করে মেশিনটি পরিচালনায় সহযোগিতা করে থাকে তারা রেডিয়েশন প্রভাব মুক্ত ফেন্সিন এলাকার ভেতরেই অবস্থান করে এতে ভবিষ্যতে এ কাজে নিয়োজিত জনবলের জটিল রোগাক্রান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৭.৩ মেশিনগুলো পরিচালনার জন্য চীন সরকার কর্তৃক ৬ মাস পরবর্তীতে ১ বছর যে সেবা প্রদান করার কথা ছিল। স্ক্যানারগুলো স্থাপন বিলম্ব হওয়ায় এ সময় ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তে উর্ত্তীন হয় গেছে। বর্তমানে একই কোম্পানী কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কার্যক্রম চলমান।

১৭.৪ ভবিষ্যতে পণ্যের শুল্কায়ন ও দ্রুত পণ্য খালাস ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত করণের জন্য এধরণের মুভিং স্ক্যানার প্রয়োজনীয় হারে সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

১৭.৫ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ইতোমধ্যে একটি মুভিং স্ক্যানার জাতীয় রাজস্ব টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী গুলো প্রক্রিয়া চলমান।

১৮। আইএমইডি'র সুপারিশমালাঃ

১৮.১ পণ্য শুল্কায়নের ক্ষেত্রে স্ক্যানার একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র তবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত স্ক্যানার সমূহ অত্যাধুনিক এবং

সংয়ংক্রিয় যেহেতু এ সকল স্ক্যানার কন্টেইনার সহ পণ্য স্ক্যান করতে সক্ষম এবং সয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষন করতে সক্ষম বিধায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সমূদ্র ও স্থল বন্দর সমুহের আমদানী পণ্যের পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যোর ক্ষেত্রেও এ ধরণের স্ক্যানার মেশিন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

১৮.২ ভবিষ্যতে এ ধরনের স্ক্যানার ক্রয় ও স্থাপনের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প হতে লব্দ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অহেতু সময় দূর করা প্রয়োজন।

১৮.৩ মুভিং স্ক্যানারসমূহ জাতীয় রাজস্ব টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্তকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/চলামান প্রক্রিয়া দ্রুততার সম্পন্ন করে রাজস্ব বোর্ডের টিওএন্ডডিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮.৪ যেহেতু এ স্ক্যানারগুলো অতিমাত্রায় সংবেদনশীল সুতরাং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আলাদা বাজেট খাত সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরী।

১৮.৫ স্ক্যানার মেশিনের বাহিরে মেশিনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যারা কর্মরত তাদের রেডিয়েশন প্রতিরোধকারী প্রয়োজনীয় পোষাক এবং রেডিয়েশন এলাকার বাহিরে অবস্থান করে কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় বোর্ডি সংশ্লিষ্ট স্থল ও সমুদ্র বন্দরসমূহকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৮.৬ উল্লেখিত বিষয়ে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য বলা যেতে পারে।